দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ৮/৯/৯১ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সাধারণ বৃত্তি প্রতি মাসে ২০০টাকা করে দেয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন কারণে সবাইকে ২০০ টাকা করে পেতে হলে-প্রতি মাসে প্রতি সাবজেক্টে ক্লাসের উপস্থিতি ৭৫% হতে হবে এবং পরীক্ষায় কোন সাবজেক্টে র‌্যাফার্ড/ক্যারিওভার হলে প্রতিমাসে ২০০ টাকার পরিবর্তে এক বছর ১০০টাকা করে দেয়া হয়। কিন্তু পরীক্ষায় গড়ে ৬০% নম্বর পেলে প্রতি মাসে মাত্র ২৫ টাকা বাড়িয়ে ২২৫ টাকা দেয়া হয়। এসব শর্তের জন্য অনেক ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তির টাকা পায় না। কারণ-যেসব সাবজেক্টের প্রতি মাসে চারটি ক্লাস হবার কথা সেখানে যদি কোন বন্ধের কারণে ৩টি বা ২টি বা ১টি ক্লাস হয় এবং কোন ছাত্র যদি ঐ মাসে ঐ সাবজেক্টে হঠাৎ কোন কারণে ১টি ক্লাসে উপস্থিতি না হতে পারলে তার ঐ উপস্থিতির হার যথাক্রমে ৬৭% বা ৫০% বা ০% হবে। অর্থাৎ মাসে ১টি সাবজেক্টের ১টি ক্লাসে অনুপস্থিত থাকার জন্য ঐ ছাত্র ২০০ টাকা হতে বঞ্চিত হবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অনুষদের প্রতি পর্বে ১২ হতে ১৮টি সাবজেক্ট থাকে। এতগুলো সাবজেক্টের মধ্যে একটি সাবজেক্ট র‌্যাফার্ড/ ক্যারিওভার (৪০% এর কম নম্বর) পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এর জন্যে এক বছর প্রতি মাসে ২০০ টাকার স্থলে ১০০ টাকা করে দেয়া হয়। এইসব কঠিন নিয়মের কারণে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তির বিরাট অংশ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ একই অনার্সের কৃষি কলেজগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের কোন শর্তারোপ না করে সবাইকে ২০০ টাকা করে দেয়া হয়। একই অনার্সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেন বৈষম্য-মূলক আচরণ করা হচ্ছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। সাধারণ বৃত্তির কঠিন শর্তারোপ শিথিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করছি।

ফরহাদআহমেদ
২০২, সোহরাওয়ার্দী হল,
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ।